R. N. No. 2532/57　　Phone No. RGG.112　　Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৬৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭২শ বর্ষ.
৪১ শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২১শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯২ সাল
৫ই মার্চ্চ ১৯৮৬ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲সডাক

মুসলিম মহিলা বিল পাশ হলে দোলনা খাতুনেরা পথে বসবেন

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর বার লাইব্রেরীর অধিকাংশ আইনজীবীর মতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের গ্যারান্টির নামে মুসলিম মহিলাদের তালাক সংক্রান্ত যে বিল সংসদে সরকার পক্ষ পেশ করেছেন, সেটা পাশ হলে দোলনা খাতুনেরা পথে বসবেন। তাদের ভিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

দোলনা খাতুনের মামলার বিষয় বলতে গিয়ে এ্যাডভোকেট প্রশান্ত সিন্হা জানালেন—বাগুলা হাই স্কুলের শিক্ষক জামালউদ্দিন আমেদ প্রথম বিয়ে করেন বালিঘাটার আবদুল হোসেনের মেয়ে সামিম সুলতানাকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অত্যাচারিতা হয়ে সামিম পালিয়ে আসেন তাঁর বাপের ভিটেয়। আমেদ সাহেব তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে রেস্টিটিউশন অব কনজুগাল রাইটসের মামলা করলে, ভীতা স্ত্রী বাধ্য হয়ে ডাইভোর্স এর মামলা আনেন ও ডিক্রি পান। এর পর আমেদ সাহেব বিয়ে করেন জঙ্গিপুর পৌরসভার হেলথ এ্যাসিষ্টেন্ট জালালুদ্দিন বিশ্বাসের কন্যা দোলনা খাতুনকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দোলনার উপরেও আরম্ভ হয় নির্য্যাতন। অবশেষে কোর্ট থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট বার করে দোলনা খাতুনকে স্বামীর কাছ থেকে উদ্ধার করে বাবার কাছে রাখা হয়। সেই সময় দোলনা এক সন্তানের মা। সে নিজের ও সন্তানের খোরপোষের দাবীতে স্থানীয় এস, ডি, জে, এম কোর্টে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৫নং ধারামতে স্বামীর বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন। মামলার রায় তাঁর স্বপক্ষে যায় ও তিনি ১৬০ টাকা খোরপোষের অধিকার পান। এর পর জামালউদ্দিন আমেদ হাই কোর্টে আপীল করলে বিচারপতি সামশুদ্দিন আহমেদ নিম্ন কোর্টের রায় তো বহাল রাখেনই তদুপরি খোরপোষের টাকা বৃদ্ধি করে মাসিক ৪৫০ টাকা করে দেন। এ্যাডভোকেট সিন্হা আরও বলেন, স্থানীয় মুন্সেফি ও এস, ডি, জে, এম আদালতে এরূপ বেশ কিছু মামলা ঝুলে রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি সরকার আনীত মুসলিম মহিলাদের তালাক সংক্রান্ত বিলে ১২৫ ধারা উচ্ছেদের যে সুপারিশ করা হয়েছে তা কার্য্যকরী হলে এই সব অত্যাচারিতা দোলনা খাতুনদের বাঁচার অধিকার খর্ব করা হবে বলে তাঁরা মনে করেন। এবং সেক্ষেত্রে এই সব মুসলিম মহিলাদের ভিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

জঙ্গিপুর কলেজের নেপথ্য কাহিনী

(তৃতীয় কিস্তি)

(জঙ্গিপুর কলেজের দুর্নীতি অব্যবস্থা সম্পর্কিত বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। জনস্বার্থে সেগুলি আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করব। —সঃ জঃ সঃ)

কলেজের পক্ষে যা গর্বের বিষয় হতে পারতো কলেজ কর্তৃপক্ষের চরম ঔদাসীন্যের ফলে এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে আজ তা ব্যর্থ হতে চলেছে। প্রসঙ্গ কলেজ পাঠাগার। এই পাঠাগারের অবস্থান দোতালার সিঁড়ির মুখে। পূর্ব পশ্চিমে লম্বা বারান্দা সমানে চলে গেছে। এক পাশে শিক্ষকদের ও ছাত্রীদের কমন-রুম। বারান্দায় ছাত্রছাত্রীদের ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা। কমন-রুম থেকে তাস ক্যারাম খেলার ও গানের উচ্চ আওয়াজ লাইব্রেরীর নীরবতাকে অবিরত আঘাত করে। বারান্দার ভীড়ে মনে হয় সামনে হাট বসেছে। মেয়েদের রিডিং রুম তো দ্বিতীয় কমন-রুমে পরিণত হয়। এ-ব্যাপারে গ্রন্থাগারিক বা অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কিছু করা যায়নি। পাঠাগারের "Absolute Silence" নোটিশটি সকলের বিদ্রুপের খোরাক জোগায়।

পাঠগারের বইয়ের সংখ্যা ২৬ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু কলেজ পাঠাগারে যে ধরনের, যে মানের বই থাকা উচিত সে রকম বই খুব কম আছে। এর কারণ প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থাগারে একটি Book Selection Committee থাকে। কিন্তু এই কলেজে সে রকম কোন কমিটি নাই। তাই অনিবার্য-ভাবে এলোপাথারি বই কেনা হয়। যে কোন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, গ্রন্থাগারিক কিংবা অফিস কর্মী নিজেদের পছন্দমত বই কিনতে পারে। ফল অনায়াসে অনুমান করা যায়।

বই কেনা ব্যাপারে নানান গলদ আছে। যে কোন গ্রন্থাগারে বই কেনার পদ্ধতির মধ্যে একটা সাধারণ নিয়ম হলো—টেণ্ডার আহ্বান করা। আশ্চর্য্য ব্যাপার, এখানে সে নিয়ম মানা হয় না। কর্তৃপক্ষের প্রীতিভাজন বিশেষ একজন পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে বই নেওয়া হয়। এর কারণ সহজেই অনুমেয়।

পাঠাগারে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারেও মুখ চেনাচেনির ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট। পাঠাগারে কাজ করতে গেলে পাঠাগার সংক্রান্ত কিছুটা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বা শিক্ষণপ্রাপ্তদের নিয়োগ করা উচিত। কিন্তু এখানে সাধারণ বিধি নিষেধও মানা হয় না। ফলে পাঠাগারের কাজ সুষ্ঠুভাবে কিছুতেই চলতে পারে না। ১৯৬৪-৬৫ সালে ডি-পি-আই কর্তৃক নিয়োজিত সহ-গ্রন্থাগারিককে অফিসে নিয়ে এসে অফিসের একজন কর্মীকে (শোনা যায় তিনি নাকি মাধ্যমিক পাশও নন) ঐ পদে বসানো হয়। এর ফলে পরবর্ত্তীকালে দীর্ঘদিন মামলা মোকর্দমা চলে এবং পাঠাগারের কাজ ব্যাহত হয়। সে ঘটনার জের এখনও চলছে।

আমরা বহু ছাত্র-ছাত্রীর মুখে এই অভিযোগ পেয়েছি যে কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, গ্রন্থাগার ও অফিস কর্মীরা বিশেষ করে কয়েকজন অধ্যাপকের কাছে দীর্ঘদিন ধরে বহু বই পড়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৫।৭ বছর ধরে বই পড়ে থাকে, কিন্তু সে বই ফেরত নেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় না। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ বা গ্রন্থাগারিককে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না।

Book Bank থেকে কলেজের গরীব ছাত্রদের আগে আগে কমপক্ষে ৩।৪ খানা করে পাঠ্য পুস্তক দেওয়া হতো। এখন কিন্তু ২।১টির বেশী দেওয়া হচ্ছে না। অথচ কলেজ পাঠাগারে এখন কর্মী সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ইউনিভারসিটি গ্রান্টস্ কমিশন যথারীতি বরাদ্দমত টাকা দিয়ে যাচ্ছে।

অব্যবস্থা অনেক। লিখতে গেলে তালিকা দীর্ঘ হয়ে যাবে। জনসাধারণকে মোটামুটি একটা ধারণা আমরা দিলাম। এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যাক।

(চলবে)

জঙ্গিপুরে ভয়াবহ গোমড়ক

জঙ্গিপুর : পশু চিকিৎসালয় সূত্রে জানা যায় জঙ্গিপুর শহরে ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে সম্প্রতি গোমড়ক দেখা দিয়েছে। সরকারী পশু হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ কে রায় চৌধুরী আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন মড়কের কারণ সংক্রামক গো-বসন্তের ব্যাপক আক্রমণ। তিনি আরও বলেন অবশ্য এই মড়ক এখন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি নিজে ও তাঁর অফিসের ফিল্ড এ্যাসিষ্টেট প্রভাতকুমার দাস এবং অন্যান্য কর্মীরা এই সংক্রামক ব্যাধির প্রসাররোধে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তে আসে। শহরে প্রায়ই প্রতিটি গরুকে প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়েছে। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য তিনি জানাচ্ছেন, যাদের গোরুর আজও টীকা দেওয়া হয়নি, তাঁরা যেন হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯২ সাল

হেড পোষ্ট অফিস প্রসঙ্গে

আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিস সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, নূতন হেড পোষ্ট অফিস হওয়াতে মানুষের অসুবিধা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রতিবেদক কয়েকটি দিকের উল্লেখ করিয়াছেন। বলা হইয়াছে যে, (১) ফাঁসিতলা হইতে পোষ্ট আফস উঠিয়া যাওয়ার জন্য গুজিরপুর, বালিঘাটা, হরিদাসনগর, ফাঁসিতলা, সদরঘাট লইয়া একটি বড় এলাকার জনসাধারণ খুব অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। (২) নূতন ভবনটি নির্মাণের সময় কর্তৃপক্ষ সেখানে কোন নলকূপের ব্যবস্থার কথা ভাবেন নাই। (৩) ডাকঘরে কোন সাইকেল ষ্ট্যাণ্ড নাই। (৪) পাবলিক ইউরিন্যালের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। (৫) চারজন ডাক পিওনের পক্ষে সম্প্রসারিত এই শহরে সুষ্ঠুভাবে চিঠিপত্র বিলির কাজ সুকঠিন।

এই প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রঘুনাথগঞ্জ শহরে তিনটি সাব পোষ্ট অফিস—ফুলতলা, বাজার এবং ম্যাকেঞ্জি পার্ক এবং জঙ্গিপুর শহরে তিনটি সাব পোষ্ট অফিস—জঙ্গিপুর, ছোটকালিয়া ও গফুরপুর (বাবুবাজার) এই হেড পোষ্ট অফিসের অধীনে রহিয়াছে। জঙ্গিপুর শহর অপেক্ষা রঘুনাথগঞ্জ শহর অনেক বেশী সম্প্রসারিত এবং ইহার এলাকা অনেক বড়। বিভিন্ন রকমের বহু আফস এবং জনসংখ্যা এখানে অনেক বেশী। ইহা ছাড়া প্রতিদিন অনেক বহিরাগত বিভিন্ন কর্মোপলক্ষে এখানে আসিয়া থাকেন। স্থানীয়ভাবে এখানে গুজিরপুর বালিঘাটা অঞ্চলের লোকদের অসুবিধা অত্যন্ত বেশী হইতেছে। সুতরাং সে অঞ্চলে একটি সাব পোষ্ট অফিস হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, নবনির্মিত হেড পোষ্ট অফিসের সীমানার মধ্যে একটি নলকূপ না থাকা খুবই অসমীচীন। বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ডাক কর্ম্মচারী ও ভবন চত্বরের কোয়ার্টারগুলির বাসিন্দাদের এবং এখানে আগত জনসাধারণের জলকষ্ট অপরিহার্য। তৃতীয়ত, সাইকেল ষ্ট্যাণ্ড থাকাও বিশেষ দরকার। চতুর্থত, পাবলিক ইউরিন্যাল এখানে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। একটি মহিলা এবং একটি পুরুষদের জন্য হওয়া উচিত। যাঁহারা এখানে ডাক সংক্রান্ত কাজে আসিবেন, তাঁহারা অপেক্ষমান হইয়া অবশ্যই থাকিতে পারেন। সেক্ষেত্রে পানীয় জল ও প্রস্রাবাগার—উভয়েরই ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। পঞ্চমত, চিঠিপত্র বিলির জন্য কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্ন। যে চারজন এখন এই কর্মে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এলাকা বড়। সুতরাং আরও দুইজন ডাক পিয়ন নিযুক্ত হওয়া দরকার। ডাক ও তার বিভাগ এই সব অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া যত তাড়াতাড়ি সেগুলি দূর করিতে পারিবেন, জনসাধারণ ততই উপকৃত হইবেন এবং ডাক বিভাগের মূল লক্ষ্য যে জনসেবা, তাহাও সার্থক হইবে।

শিশু স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

সাগরদীঘি : গত ১৫ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ব্লক ডেভালাপমেণ্ট অফিসের উদ্যোগে শিশু স্বাস্থ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প একটি দেওয়াল চিত্র প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেন। ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিষেধক টীকা ও ইনজেকশন্ দেওয়া হয়েছে এ রকম শিশুদের নিয়ে বয়সানুযায়ী চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শিশুদের মধ্যে প্রতি শ্রেণীতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যান্যদের সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। সভায় ডাঃ অরূপ রায় শিশুর দেহে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজনে টিকা ও ইন্‌জেকশনের ব্যবহার করা কেন দরকার তার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। সমাজ উন্নয়ন আধিকারিক দ্বিজেন্দ্রনাথ পাঠক যাতে এই ধরনের স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সর্বত্র অনুষ্ঠিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে সকলকে অনুরোধ করেন।

বাৎসরিক সম্মেলন

বহরমপুর : গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় রোডস্ রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ

জঙ্গিপুর সংবাদ

(সাপ্তাহিক সংবাদপত্র)

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ : ৪নং ফরম ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—"জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়, পণ্ডিত প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ) ২। প্রকাশের সময় ব্যবধান সাপ্তাহিক। ৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—অনুত্তম পণ্ডিত, জাতি—ভারতীয় নাগরিক বাসস্থান—চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ) ৬। এই সংবাদপত্রে স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—স্বত্বাধিকারী শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পণ্ডিত প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। আমি, অনুত্তম পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। স্বাঃ অনুত্তম পণ্ডিত, প্রকাশক রঘুনাথগঞ্জ, ৫ই মার্চ, ১৯৮৬।

খেলার খবর

ধুলিয়ান : গত ২৩ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় লিউ ক্লাবের পরিচালনায় ক্লাব ঘরে স্বরূপচাঁদ জৈন মেমোরিয়াল রানিং চ্যালেঞ্জ শিল্ডের একদিনের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় বহরমপুর হেলথ রিক্রিয়েশন ক্লাবের রতন সেনগুপ্ত বিজয়ী ও জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্কের অনল মুখার্জী বিজিত হন। তৃতীয় স্থান অধিকার করে জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্কের গৌরীপ্রসাদ সরকার।

* *

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি স্থানীয় থানা প্রাঙ্গণে থানা পরিচালিত ডবলস ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় জঙ্গিপুরের শঙ্কর সিন্‌হা ও সমীর চক্রবর্ত্তী বিজয়ী এবং অগ্নিকৌজ ক্লাবের রতন সরকার ও অম্বিকাপদ রাহা বিজিতের স্থান অধিকার করেন।

ইউনিয়নের তৃতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি প্রতিভারঞ্জন মৈত্র। ১৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠান শেষে নূতন বছরের কর্মকর্তা পরিষদ নির্বাচিত হয়। অজিত রায় সভাপতি, অসীম চক্রবর্ত্তী সম্পাদক ও সৌরীন চক্রবর্ত্তী কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

ব্লকভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীর ক্ষোভ

সাগরদীঘি : গত ২৪ জানুয়ারী স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্লকভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ১ম ও ২য় স্থানাধিকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হয় ও মহকুমাভিত্তিক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার সুযোগ দেওয়া হয়। এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ব্লকভিত্তিক প্রতিযোগিতার পূর্বে অঞ্চল ভিত্তিক প্রতিযোগিতার ১ম ও ২য় জনকে নির্বাচিত করতে হবে। তারাই ব্লক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। কিন্তু বহু অঞ্চলে কোন অনুষ্ঠান না করেই নাকি নিজেদের খুশিমত অঞ্চল প্রধানেরা ব্লকে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ চার শত টাকা খরচও দেখিয়েছেন। এ ব্যাপারে অভিযোগকারীরা প্রশাসনিক তদন্ত দাবী করছেন।

বসত বাড়ী ও জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা পল্লীর সদর রাস্তায় তিন কাঠা জায়গার উপর দোতলা একটি বাড়ী, শ্যাম রায়ের মন্দিরের পিছনে তিন শতক জায়গা ও কাঁকুড়িয়া মৌজায় ৪৩ শতক ধানী জমি বিক্রী আছে। যোগাযোগ করুন। কৃষ্ণকালী মুখার্জী, বালিঘাটা, রঘুনাথগঞ্জ অথবা রঘুনাথগঞ্জ পুরাতন হাসপাতাল।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

বাড়ী ভাড়া

ফুলতলায় অফিসের উপযোগী একটি বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে। অনুসন্ধান করুন—
তমাল টি হাউস
ফুলতলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারাণ্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad W. B

PIN : 742236

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAYS/ WBSEB and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for the work either by I P O payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 4. 3. 86 to 22. 3. 86 from 9-00 hrs to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs. Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of work	Aprox. value Completion period (in lakhs)	E .M. D/ Cost of paper (in Rs.)	Date & time of opening
1	Construction of one no. General Store at plant site of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 871/T-5/86	8 5 6 months	17,000/- 50/-	24. 3. 86 at 11 a. m.
2.	Construction of surface drain along compound wall adjacent to permanent siding and R. B. approach road towards bridges at R. D 8·5 NIT No. FS : 42 : CS : 873/T-6/86	1 75 4 months	3,500/- 50/-	24. 3. 86 at 11 a. m.
3.	Annual maintenance & repair of inspection road at left and right bank of feeder canel for 86-87. NIT No. FS : 42 : CS : 594/T-7/86.	7·5 1 year	15,000/- 50/-	24. 3. 86 at 11 a. m.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tender.
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions.
3. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of.....enclosed should clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s)
4. N. T. P. C. takes no responsibilities for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
5. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer and reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
(N. T. P. C.)
P. O. Nabarun, Dt. Murshidabad : West Bengal

আন্তঃ প্রকল্প ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

খেজুরিয়াঘাট টাউনশীপ ঃ ফরাক্কা সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্টের চতুর্থ বর্ষ আন্তঃ প্রকল্প ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্প্রতি এখানে শেষ হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে ভারতের বদরপুর থারমাল পাওয়ার ষ্টেশন, সিংরলি সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্ট, কোরবা সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্ট, রামাগুণ্ডা সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্ট, ভিন্দাচল সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্ট ফরাক্কা সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্ট কর্পোরেট সেন্টার ইষ্টার্ণ, ওয়েষ্টার্ণ, সাদার্ন, নর্দান ট্রান্সমিশন লাইনসহ মোট ১৩টি দল অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখেন জেনারেল ম্যানেজার বি, এন মিত্র। পরে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গনি খাঁন চৌধুরী। ফুটবলে ফরাক্কা রামাগুণ্ডাকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ব্যাডমিন্টনে রামাগুণ্ডা ফরাক্কাকে, টেবিল টেনিসে কর্পোরেট কোরবাকে, ভলিবলে কোরবা ফরাক্কাকে, ক্যারামে ফরাক্কা রামাগুণ্ডাকে পরাজিত করে। এ্যাথলেটসে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয় ফরাক্কা ও কোরবা।

ফোন ঃ ১১৫
ফলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১০

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত,মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দূর আলাপনী—রঘুনাথগঞ্জ-৩ ১

জঙ্গিপুর পৌরসভা কার্যালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য পৌরসভার ফেরীঘাট ইজারার নোটিশ ও নিয়মাবলী ঃ

এতদ্দ্বারা নীলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট দুইটি একত্রে ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য (১৯৮৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৭ সালের ৩১শে মার্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য) আগামী ১৭-৩-৮৬ সোমবার বেলা ২টায় পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১। নিলামের দফাওয়ারী বিশদ সর্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২। তথাপি সংক্ষেপে জানানো যায়, যে ব্যক্তি পূর্ব ইজারার টাকা পরিশোধ করেন নাই বা যথারীতি কবুলিয়ত সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করে দেন নাই ডাক কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

৩। আর্থিক স্বচ্ছলতার নিদর্শন ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দলিলাদির কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে নচেৎ ডাকে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪। উপরোক্ত দুইটি ফেরীঘাট একত্রে ডাক করা ও বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে যোগ দিতে যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত ফেরীঘাটদ্বয় ইজারার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) আমানত জমা (আরনেষ্ট ও টেবিলমানি) জমা দিতে হইবে। ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৫। যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাহাকে ডাক মঞ্জুরীর টাকার ¼ ভাগ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এ টাকা সিকিউরিটি হিসাবে জমা থাকিবে। ডাকের পুরা টাকা মাসিক সমান কিস্তিতে এপ্রিল ১৯৮৬ হইতে সেপটেম্বর ১৯৮৬ মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। আর সিকিউরিটির টাকা শেষ কিস্তিতে এ্যাডজাষ্ট (মিনাহ) করিতে পারিবেন।

৬। দফাওয়ারী সর্তাবলী ও নিয়মাবলী নিলাম ইস্তাহারে মিউনিসিপ্যাল অফিসে দেখিয়া লইয়া এবং সেমতভাবে রাজি হইলে তবে ডাকে অংশগ্রহণ করিবেন।

ডাকের স্থান ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সদর শহরে অবস্থিত জঙ্গিপুর পৌর অফিস।

ডাকের তারিখ ও সময় ঃ ১৭ই মার্চ, ১৯৮৬, সময় বেলা দুই ঘটিকায়।

পৌরপতি
জঙ্গিপুর পুরসভা